মৃদুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ছোট ভাই মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ শরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত।

গত মঙ্গলবার মেহেরপুরের সাব জজ-২ আদালতের বিচারক এস এম কবির হোসেন এ আদেশ দেন। এবং এর আগে আদালত তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠণ করেন। আগামী ২৮ নভেম্বর সাক্ষীর শুনানি ধার্য করা হয়েছে।

গত বছর সরফরাজ হোসেন মৃদুলের ব্যবসায়ীক পার্টনাল দেবাশীষ বাগচি আদালতে এক কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনারের একটি মামলা করেন।যার মামলা নম্বর-৯০৭/২৩ (মেহেরপুর)।

মামলার এজহারে জানা গেছে, পারিবারিক সূত্রে বহু বছর যাবৎ ঠিকাদারি ব্যবসা করে আসছি। সে ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের সঙ্গে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করি। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টা নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করেছি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫ থেকে ২৭ কোটি টাকা। ২০২১ সালের প্রথম দিকে যৌথ ঠিকাদারি ব্যবসা পরিসমাপ্তি ঘটালে তার সঙ্গে আমার মূলধন ও লভ্যাংশসহ আনুমানিক দুই কোটি ৫০ লাখ টাকার বেশি পাওনা হয়। প্রাপ্য টাকা না পেয়ে আমি, আমার ও তার পরিবারের লোকজনসহ জেলা যুবলীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অবহিত করি। এক সময় সবার হস্তক্ষেপে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আমার সঙ্গে হিসাব করতে রাজি হয়। আমি হিসাবে বসতে বললে বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করে একপর্যায়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললে তখন সে মৌখিকভাবে এক কোটি ৮০ লাখ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মীমাংসা করে এবং আমাকে চলতি বছরের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ঢাকায় যেতে বলে। ঢাকার আদাবরে তার বাসার সামনে গেলে রিংরোড সাহাবুদ্দিন প্লাজার ওসিস কফিশপে বসে আমাকে ২৪ জুলাই তারিখ দিয়ে রূপালি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার এক কোটি ৮০ লাখ টাকার একটি চেক প্রদান করেন বাদী।

আমি চেকে দেওয়া তারিখ অনুযায়ী ২৪ জুলাই টাকা উত্তোলনের জন্য

অগ্রণী ব্যাংকে চেক জমা করি। এক সপ্তাহ পর ব্যাংক থেকে চেক ডিজঅনার দেখিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করে। যেখানে লেখা আছে, গত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। ১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ব্যাংক চেক ডিজাঅনার সার্টিফিকেট দেয়। আমি বিষয়টি আসামীকে জানালে সে আমাকে আজকাল করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকে। অতঃপর আমি বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সাহেবের মাধ্যমে গত ৩০ আগস্ট আসামী বরাবর এন আই এক্ট ১৮৮১ এর বিধান মতে ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করিয়া চেকে উল্লেখিত এক কোটি আশি লক্ষ টাকা পরিশোধ করিয় চেকটি ফেরত অথবা বাতিল করার অনুরোধ করি।

চেক ডিজঅনারের মামলায় করায় মন্ত্রীর ক্ষমতায় মৃদুল উল্টো দেবাশীষ বাগচীর বিরুদ্ধে চেক চুরির মামলা করে। পরে ওই মামলায় পুলিশ চেক উদ্ধারের জন্য দেবাশীষের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে হয়রানি করে।

ওই ঘটনার পরে গতবছরের ৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় মেহেরপুরের সোডাপ মিলনায়তনে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে করা সংবাদ সম্মেলনে পাওনা টাকা ও ন্যায়বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য দেবাশীষ কুমার বাগচি মনু।

মেহেরপুরে স্ত্রীর দায়ের করা মামলায় সেকমো আমির হামজার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

মেহেরপুরে স্ত্রীর দায়ের করা মামলায় সাহারবাটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপসহকারী মেডিকেল কর্মকর্তা আমির হামজা ও তার পিতা আমজাদ হোসেনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।

গতকাল রবিবার ফারহানা খাতুন মেহেরপুরের আমলি আদালত (গাংনী) হাজির হয়ে এ মামলা করেন। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিচারক জাহিদ হাসান আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন।

মামলার এজাহারে বাদির অভিযোগ, অনুমান ১০ থেকে ১১ বছর পূর্বে আমির হামজার সাথে বাদি ফারহানা খাতুনের বিয়ে হয়। ঘর-সংসার করাকালীন তাদের একটি ১টি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বিয়ের সময় যৌতুকের দাবী না থাকলে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণের পর হইতে তার স্বামী আমির হামজা তার পিতার কুপরামর্শে চাকুরি নাম করে ৫ লক্ষ টাকা ও ইয়ামাহা ব্রান্ডের মোটর সাইকেল কেনার জন্য ৩ লক্ষ টাকাসহ মোট ৮ লক্ষ টাকা দাবী করিলে বাদীর অভিভাবক সংগ্রহ করে তার হাতে তুলে দেয়। তার পরও ১নং আসামী প্রায়ই বাদীনিকে যৌতুক দাবী করিয়া বিভিন্ন সময়ে মারধোর ও জ্বালা-যন্ত্রনা দিতে থাকিলেও বাদীনি স্বামীর কর্মস্থলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ঘর-সংসার করাকালীন সময়ে আসামী বাড়ী করার জন্য বাদীনির নিকট পুনরায় ৫ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করে বাদীকে অমানসিক ভাবে জ্বালা-যন্ত্রনা ও মারধর করিয়া ঘটনার তারিখের ৮/১০ দিন পূর্বে বাদীনিকে তার পিতার বাড়ীতে তাড়াইয়া দিয়া কোন খোঁজ খবর না নিলে বাদীনি আসামীদের যৌতুকের টাকা দেওয়ার লোভ দেখাইয়া খবর দিলে আমির হামজা তার পিতাকে সাথে নিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে আসে এবং সাংসারিক বিভিন্ন বিষয় আলোচনার একপর্যায়ে বাদীর পিতাকে বলে বাড়ি করার জন্য ৫ লক্ষ টাকা যৌতুক বাবদ দিলে বাদীকে নিয়ে ঘর-সংসার করিবে অন্যথায় তালাক দিয়া অন্যত্র বিবাহ করিয়া যৌতুক আদায় করবে বলে বাড়ী হইতে চলিয়া যায়।

মামলার বাদীর আইনজীবী মিয়াজান আলী বলেন, বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে আসামীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার আদেশ দিয়েছেন।

মায়ের হাসি ক্লিনিক ম্যানেজার স্বাধীনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় জামিন পেয়েছেন সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু, তার ছেলে মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিনসহ ৬ জন।

পলাতক থাকায় সাবেক মেয়রের ক্লিনিকের ম্যানেজার সাইফুল বাহার স্বাধিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।মামলার বাকি আসামীরা হলেন- প্রকৌশলী তোহিদুল ইসলাম লিওন, সৌমিক ব্রো, শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি।

গতকাল বৃহস্পতিবার খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক কনিকা বিশ্বাস এ আদেশ আদেনর। এর আগে ২৯ আগষ্ট একই আদালতে মামলা দায়ের করেন সাংবাদিক মাহবুব চান্দু। মামলাটি আদালত আমলে নিয়ে কুষ্টিয়া পিবিআইকে তদেন্তর নির্দেশ দেন। পিবিআই তদন্ত শেষে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে পিবিআই মামলার অন্যতম আসামি মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিনকে বাদ দিয়ে প্রতিবেদন জমা দিলেও আদালত মামলার গুরত্ক বিবেচনায় ৭ আসামিকে অন্তর্ভুক্ত করে সমন জারি করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ৭ আসামির মধ্যে ৬ জন হাজির হয়ে জামিন আবদেন করলে আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করেন। বাকি একজন পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। এবং আগামী ১৯ মে মামলার চার্জ গঠনের দিন ধার্য করেন আদালত।

মামলায় বাদীপক্ষে খুলনা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কে এম ইকবাল হোসেন ও সদস্য মিঠু চন্দ্র বসাক এবং আসামীদের পক্ষে আব্দুন নুর তুষার আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে গতবছরের ১ আগস্ট মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তরিকুল ইসলামের আদালতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা করেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু। ঐদিনই কুষ্টিয়া পিবিআই কে তদন্ত দেয় আদালত। মামলার ১৫দিন পর জুডিশিয়াল কোর্ট থেকে বাদীর আইনজীবীকে বলা হয় মামলাটি এখানে নেয়া ঠিক হয়নি। মামলাটি খুলনা সাইবার ট্রাইব্যালে করার পরামর্শ দেন। একইসাথে মামলাটি নথিজাত করা হলো মর্মে আদেশ দেন মেহেরপুর জুডিশিয়াল আদালত। পরবর্তীতে ২৯ আগস্ট ২০২৩ খুলনা সাইবার ট্রাইব্যালে পূনরায় মামলাটি করেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু। খুলনার মামলার এজাহারেও মেহেরপুরের মামলার কথা উল্লেখ করা আছে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, বাদি মাহাবুব চান্দু ২০ বছর যাবৎ সাংবাদিক পেশায় নিযুক্ত। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, প্রতিদিনের সংবাদসহ

বিভিন্ন গনমাধ্যমে সুনামের সাথে মেহেরপুরে সাংবাদিকতা করেছেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তার বেশ সুনাম আছে। তার প্রকাশিত সংবাদেও মধ্যে অনেকগুলো সংবাদ আদালত আমলে নিয়ে স্বপ্রণোদিত মামলা করেছেন এবং ভুক্তভোগীরা সুফল পেয়েছেন। বাদী মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানী কাজে গত ২৪ জুলাই সকাল ১১টা ৫৩ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ১৬ পর্যন্ত মেহেরপুর সরকারী মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসে অনুসন্ধান মুলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মেয়ে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এর চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত থাকাতে তিনি খবরটা জেনে ক্ষিপ্ত হন। তারপর মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক হিসেবে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদককে আনুমানিক ২টা ২৫ মিনিটের দিকে মোবাইলে হুমকি দিয়ে বলেন তোমরা কি বারেখা হয়েছো, তোমাদের দাঁত ভেঙ্গে দিব, ৫০টা চাঁদাবাজির মামলা দিব বলে হুমকি দিয়ে ফোন কেটে দেন। এ বিষয়ে ২৬ জুলাই মেহেরপুর সদর থানাতে একটি জিডি হয়, যার নং ১৩৯১।

পরবতির্তে আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তার মালিকানাধীন মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার আসামী সাইফুল বাহার স্বাধীনকে দিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সদর থানা মেহেরপুর বরাবর বাদীর নামে একটি মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগ লিখে থানায় অভিযোগটি জমা না দিয়ে মায়ের হাসি ক্লিনিক আইডি থেকে পোষ্ট করে। পরে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর ছেলে মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন তার ফেসবুকে নামধারী সাংবাদিক লিখে শেয়ার করে।

মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিনের পোস্টে গিয়ে আসামী তৌহিদুল ইসলাম লিওন বাদী সম্বদ্ধে কৃষ্ণ নগরী, ভাত পেতনা, চাঁদাবাজী, ৫টা বউসহ ইত্যাদি মানহানি কর কথা লিখেছেন। সে আরো বলে জেল খেটে দেশে ফিরে এখন বড় সাংবাদিক হয়েছে”। আসামী সৌমিক ব্রো কমেন্টস করে বলেছেন, “আমি থাকলে শালাকে ওন স্পট হিট করে তোর ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে রাখতাম”।

আসামী শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি মিথ্যা বিষয়কে শেয়ার করে লাইক দিয়ে অপপ্রচারে সহায়তা করেছে। আসামীরা একই বিষয় একাধিকবার সোসাল মিডিয়ায় প্রচার করে বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে ভাইরাল করেছে।

আসামী মেহেরাব হোসেন অপি একটি অনিবন্ধিত নিউজ পোর্টাল মেহেরপুর নিউজ ডটকম পোর্টালের ফেসবুক পেজ থেকে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর

মিথ্যা অভিযোগটি লাইভ প্রকাশ করে এবং নিজ আইডিতেও শেয়ার করে ভাইরাল করে। আসামীদের মিথ্যা অপপ্রচার করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এবং অনুসন্ধানী ও সুস্থ ধারার সাংবাদিক গোষ্টীর পথ রুদ্ধ করেছে বলে বাদী অভিযোগ করেন।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর বিরুদ্ধে মিথ্যা চাঁদাবজীর অভিযোগ তোলায় গত ৩০ জুলাই মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ জেলা প্রসাশকের কার্যালয়ের সামনে একটি মানববন্ধন করে।

মেহেরপুরে তিন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

মেহেরপুরে সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্রের হোতাসহ তিনজনের নামে মামলা করেছেন আব্দুল খালেক (৩৫) নামের এক ভুক্তভোগী।

গত বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতের বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে তিন প্রতারকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

ফরজ আলী মেহেরপুর সদর উপজেলা বন বিভাগের মালি হিসেবে, আরজ আলী মুজিবনগর বন বিভাগের মালি হিসেবে এবং লাইলী খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসে সিএইচসিপি পদে কর্মরত আছে।

মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, মো: ফরজ আলী (৫০) ও মো: আরজ আলী নামের দুই সহদার এবং ফরজ আলীর স্ত্রী লাইলী খাতুন মামলার বাদী আব্দুল খালেককে প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর চাকুরী দেওয়ার কথা বলে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দাবী করলে বাদী ২০১৯ সালের ১৭ অক্টোবর প্রতারক চক্র কে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা প্রদান করে।

পরবর্তীতে আসামিগণ প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিবর্তে আল-আরাফাত

সার্ভিসেস (প্রাঃ) লিমিটেড কোম্পানির আদমশুমারীর ‘ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর’ এর একটি ভুয়া নিয়োগ পত্র দেয়। এখন তারা বলে আপাতত কিছুদিন এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করলে পরবর্তীতে সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। তাদের কথামতো বাদী নিয়োগপত্র নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানে গেলে প্রতিষ্ঠান থেকে জানানো হয় নিয়োগ পত্রটি ভুয়া ও জাল। বাদী আবারও আসামিদের কাছে গেলে আসামীরা টাকা ফেরত না দিয়ে বিভিন্ন তালবাহানা করতে থাকে।

২০২২ সালের ১৩ এপ্রিল ভুক্তভোগী বাদী প্রতারকদের বিরুদ্ধে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ করেন। বাদীর অভিযোগের ভিত্তিতে ইউপি চেয়ারম্যান বিবাদীদের গ্রাম আদালতে শুনানির জন্য ২০২২ সালের ১০,২৪ ও ৩১ মে তারিখে তিন দফা নোটিশ করলেও বিবাদী প্রতারক চক্র গ্রাম আদালতের অবমাননা করে শুনানিতে হাজির হয়নি।

অতঃপর বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আইয়ুব হোসেন বাঁদিকে একটি প্রত্যয়ন পত্র দিয়ে আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেন। সেই মোতাবেক গত ২৩ নভেম্বর আব্দুল খালেক জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত মেহেরপুরে মামলার আবেদন করলে আদালতের বিচারক মামলাটি গ্রহণ করে রবিবার ২৬ নভেম্বর তারিখে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দেন।

এ তিন আসামি চাকরি দেওয়ার নাম করে একটি প্রতারণা চক্র তৈরি করেছেন। মেহেরপুরের অনেকের কাছে থেকে এভাবে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

সেই কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে এবার গ্রেফতারি পরোয়ানা

সেই মীর কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো: তরিকুল ইসলাম।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ জুলাই) দুপুরের দিকে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন তিনি। আদালতে হাজির না হওয়ায় এই গ্রেফতারি

পরোয়ানা জারি করে আদালত।

এর আগে প্রতারক কামরুজ্জামানের নানা অপকর্ম নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে একাধিক সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল।

এর আগে অবৈধভাবে নেওয়া জমি ফেরৎ দেন দুই প্রতিবেশীকে। সম্প্রতি গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম দুই পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী শেষে এ আদেশ দেন।

এসময় মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে অভিযোগকারী তেরাইল গ্রামের কালুর স্ত্রী রোজিফা খাতুন, রবকুল শাহ্ এর স্ত্রী মারজিয়া খাতুনের জমির খারিজ তাদের বুঝিয়ে দেন।

শুনানী থেকে জানা গেছে, গাংনী উপজেলাধীন ৪১নং তেরাইল মৌজার ১নং খতিয়ান ভুক্ত ৪৪৫১দাগের খাস ১০শতক এর মধ্যে ০৪শতক জমি বানুয়ারা ও মান্নান কে বন্দোবস্থ কেস নং ১৪২/১২/২০০৪-০৫ ও উপজেলা বন্দোবস্ত কেস নং ঃ৫০/১২/২০০৪-০৫ ভূমিহীন হিসাবে ৮৫৮৩নং দলিল মুলে বন্দোবস্ত দেয় সরকার। গত ১৬/০৩/০৬ ইং তারিখে ৯১/পি-২/২০০৫-০৬ নাম জারি করে বসবাস করে আসছে বানুয়ারা।

কিন্তু প্রতারক মীর কামরুজ্জামান লেলিনসহ তার পরিবারের লোকজন ১৫৩/২০০৫নং মামলা করে মেহেরপুর সহকারী জজ আদালতে এবং আদালত বানুয়ারার পক্ষে রায়ও প্রদান করেন। কিন্তু রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে আপিল করে কামরুজ্জামান, যা বিচারাধীন রয়েছে। এ অবস্থায় মীর কামরুজ্জামান লেলিন ভূয়া জমির কাগজ সৃষ্টি করে ২০১৪ সালে নাম জারি করেন। যার নং ২৯/৯-পি-০১/২০১৪-১৫।

২০০৪ সালে ভুয়া ভূমিহীন দেখিয়ে ১নম্বর খতিয়ানের ৪৪৫১ দাগের খাস ১০ শতক জমি সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেন মীর কামরুজ্জামান লেলিনের বাবা মীর লুৎফুর রহমান পরবর্তী ২০০৫ সালে সরকার সে বন্দোবস্ত বাতিল করে দেন।

তাই খারিজ জালিয়াতির ক্ষেত্রে আশ্রয় নেন এই সব প্রতারণার ১৯৯৫ সালের কামরুজ্জামানের বাবা লুৎফর রহমানের ভুয়া খারিজের কপি যার নম্বর ৯৭৩/১পি-১ম/১৯৯৫-১৯৯৬ হোল্ডিং নম্বর ২৫৮৭ দাগ ৪৪৫১ দেখিয়ে ২০১৪ সালে নিজ নামে খারিজ করেন কামরুজ্জামান লেলিন।

তবে, ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং উপজেলা ভূমি অফিসের ঐ ২৫৮৭ হোল্ডিং এ দেখা যায় ওই নামজারিটি মুশফিকুর রহমান, পিতার রুহুল আমিন, সাং:

বাদিয়াপাড়া, গাংনী, মেহেরপুর নাম আছে। ঐ নামের স্থলে মীর কামরুজ্জামান তার বাবার নাম মীর মীর লুৎফর রহমান জালিয়াতি করে বসিয়ে দেন।

এছাড়া কামরুজ্জামানের তার বাবা মৃত মীর লুৎফর রহমান খারিজ টি অন্য আরেক জনের খারিজ দেখিয়ে করেছে যার নাম ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা: পালান শেখ স্ং◌া নিজ, খতিয়ান ১০১১ দাগ ৪৪৫১।

ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিসের ভলিউমের ১০১১ খতিয়ানে গেলে দেখা যায় ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা পালান শেখ তার দাগ নম্বর ২৬৯৬ এখানেও দাগ নম্বর ২৬৯৬ এর জায়গায় জালিয়াতি করে ৪৪৫১ বসিয়ে দেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস সূত্র জানান, তিন জন ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার দু’পক্ষের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা হয়। এসময় রুজিফা খাতুন ও মারজিয়া খাতুনের ৪৪৪৮ ও ৪৪৪৯ দাগের ২টি জমির খারিজ বহাল রেখে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করা হলো।

এবং বানুয়ারা খাতুনের ৪৪৫১ দাগের জমিটি খারিজের ক্ষেত্রে বড় জালিয়াতি দেখা যাচ্ছে। আগামী ২১ তারিখ শুনানি শেষে এ জালিয়াতি সত্যতা পেলে মীর কামরুজ্জামান লেনিনের বিরুদ্ধে উপজেলা ভূমি অফিস আদালতে জালিয়াতি মামলা দায়ের করবে ।

উল্লেখ্য, এর আগে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মীর কামরুজ্জামানের প্রতারণার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে মেহেরপুর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ স্বপ্রণোদিত হয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং পিবিআই কে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। মামলাটি তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

গাংনীতে ফুটপাত থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই ইজারাদারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

গাংনীতে ফুটপাত থেকে প্রতিদিন ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই ইজারাদার আব্দুস সামাদ ও মো. বাবুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।

আজ বুধবার গাংনী আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়াত উল্লাহ এ আদেশ আদেশ দেন। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিলে, বিজ্ঞ বিচারক প্রতিবেদনে তাদের চাঁদাবাজির সত্যতা পেয়ে এ আদেশ দেন।

আদালতের নির্দেশে ফুটপাতের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছে তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আ: রাজ্জাক। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ, গাংনী পৌরসভার মেয়র এবং গাংনী থানা পুলিশ গাংনী পৌরসভাধীন বিভিন্ন সড়কের ফুটপাতে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদপূর্বক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেছেন।

প্রতিবেদনে ইজারাদার মো: আ: সামাদ ও মো: বাবু এর বিরুদ্ধে ফুটপাতের দোকান থেকে চাঁদা আদায়ের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে বলেও উল্লেখ করা হয়। আদালত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দুই ইজারাদারের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অপরাধ আমলে নিয়ে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন।

উল্লেখ্য, এর আগে গাংনীর ফুটপাত হকারদের দখলে উল্লেখ করে স্থানীয় একটি পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ফুটপাতের হকারদের নিকট থেকে কতিপয় ব্যক্তি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা চাঁদা হিসেবে আদায় করা হয় বলেও সংবাদে উল্লেখ করা হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি গাংনী আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়াত উল্লার নজরে এলে তিনি স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ফুটপাত দখলমুক্ত করার আদেশ জারি করেন।

আদেশে গাংনী পৌরসভার মেয়রকে ফুটপাত দখলমুক্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়। উচ্ছেদ কাজে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং থানার অফিসার ইনচার্জকে সহযোগিতার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। একই সাথে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জকে উচ্ছেদের পরে পুনরায় ফুটপাত দখলকারীদের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়। আজ প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য দিন ধার্য ছিল।

তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক প্রতিবেদন দাখিল করেন। শুধু হাট বারের দুই দিন ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে টাকা তোলার অনুমোদন থাকলেও ইজারাদাররা প্রতিদিন ফুটপাতের এক একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৪০ থেকে ৫০ টাকা করে চাঁদা আদায় করতেন বলে উল্লেখ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে আজ দুইজন ইজারাদারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।